তারিখ 25 APR 2017

কালের কণ্ঠ

মেডিক্যাল কলেজ নিয়ে আ. লীগের টানাটানি

প্রতিবাদে পটুয়াখালীতে মানববন্ধন আজ

পটুয়াখালী প্রতিনিধি ▷

পটুয়াখালী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল (পমেক) নিয়ে আওয়ামী লীগের দুই পক্ষ টানাটানি শুরু করেছে। উভয় পক্ষ তাদের পছন্দের স্থানে কলেজ নির্মাণ করতে চায়। এ নিয়ে উত্তেজনা বিরাজ করছে। সাধারণ নাগরিকরা দ্রুত স্থাপনের দাবিতে আজ মঙ্গলবার মানববন্ধন কর্মসূচি ডেকেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সরকার ২০১৫ সালের ১০ জানুয়ারি পটুয়াখালী ২৫০ শয্যার হাসপাতালকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে উন্নীত করার ঘোষণা দেয়। কলেজের অবকাঠামো নির্মাণে হাসপাতালসংলগ্ন জেলা জজ কোর্টের উত্তর পাশের বড় পুকুর ভরাট করা হয়। একাডেমিক ভবন, ছাত্রাবাস, শয্যা বর্ধিতকরণসহ সব ভবন নির্মাণের জন্য মন্ত্রণালয়ের একটি দল পরিদর্শন করে। তাদের প্রতিবেদন দাখিলের পরিপ্রেক্ষিতে মাটি পরীক্ষা করা হয়। বিভিন্ন ভবন নির্মাণে ইতিমধ্যে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে একনেক সভায় ৫৮৪ কোটি টাকা অনুমোদন দেওয়া হয়। গণপূর্ত বিভাগের মাধ্যমে উক্ত স্থানে দুটি ভবন নির্মাণের জন্য দরপত্র ডাকা হয়। পাশাপাশি মেডিক্যাল কলেজের অন্যসব অবকাঠামো নির্মাণে ওই বিভাগের মাধ্যমে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

এদিকে কলেজের স্থান পরিবর্তন করে শহর থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে বহালগাছিয়ায় একটি প্রস্তাব পাঠানো হয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে। সদর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা সুলতান আহম্মেদ মৃধা ওই প্রস্তাবনা দেন। এ প্রস্তাবনার পরিপ্রেক্ষিতে স্থান পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য হারুন অর রশিদ খান অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়কে প্রধান করে পাঁচ সদস্যের একটি দল গঠন করা হয়। গত ১২ এপ্রিল উপসচিব হাসান মাহমুদ স্বাক্ষরিত এসংক্রান্ত একটি চিঠি পাঠানো হয়। চিঠির সূত্র ধরে শহরবাসীর মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ে। এর আলোকে আজ মঙ্গলবার বর্তমান হাসপাতাল স্থানের পক্ষে মানববন্ধন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এদিকে এ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান তারিকুজ্জামান মনিসহ আওয়ামী লীগের বড় একটি অংশ।

এ বিষয়ে সাবেক চেয়ারম্যান সুলতান আহম্মেদ মৃধা বলেন, '২৫০ শয্যার হাসপাতালের স্থানে একটি মেডিক্যাল কলেজের সব ধরনের অবকাঠামো নির্মাণের সুযোগ নেই। তাই সদর উপজেলাসংলগ্ন ২৫ একর জমিতে তা স্থাপনের প্রস্তাব করেছি। ওখানে স্থান নির্ধারণ হলে পটুয়াখালীবাসী ৫০০ শয্যার একটি মেডিক্যাল কলেজ, পাশাপাশি ২৫০ শয্যার একটি হাসপাতালও পাবে।' চেয়ারম্যান তারিকুজ্জামান মনি বলেন, 'সুলতান মৃধা তাঁর বাড়ির কাছে কলেজটি করার একটি প্রস্তাবনা দিয়েছেন। কলেজ জনস্বার্থে, কারো বাড়ির কাছে হলে সাধারণ মানুষ সেবা থেকে বঞ্চিত হবে।' পটুয়াখালী গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী জেরাল্ড অলিভার গুডা বলেন, 'মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী দুটি ভবন নির্মাণের জন্য দরপত্র ডাকা হয়েছে। ২৪ একর জমির ওপর সব স্থাপনা হবে।'